দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB 8 1999

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

একুশের গ্রন্থমেলা ও বইয়ের মূল্য

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে শুরু হইয়াছে মহান একুশে উপলক্ষে আয়োজিত গ্রন্থমেলা। বাংলা একাডেমী ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অমর ভাষা আন্দোলনের স্মারক এই গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করিয়াছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই মেলার উদ্বোধনের মধ্য দিয়া সূচনা ঘটিয়া গেল বাংলাদেশের লেখক, প্রকাশক ও পাঠকদের বার্ষিক মিলনমেলার এ বছরের পর্বটির। এ মাসের শেষ পর্যন্ত মেলা চলিবে। মধ্যের এই তিন সপ্তাহ প্রতিদিন বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ মুখরিত হইবে শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, প্রকাশক, বুদ্ধিজীবী এবং বইয়ের ক্রেতা ও পাঠকের পদচারণায়। একুশের গ্রন্থমেলাকে উপলক্ষ করিয়া প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয় বহুসংখ্যক নূতন বই। অনেক পুরাতন বইয়ের নূতন সংস্করণও প্রকাশ করা হয় এই গ্রন্থমেলাকে সামনে রাখিয়া। লেখকদের অনেকেই তাহাদের পরিশ্রমের ফসল পাঠক সমাজের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য বাছিয়া নেন বইমেলার সময়টিকে। বইমেলায় একই সঙ্গে বহু ও বিচিত্র ধরনের বইয়ের সমাবেশ ঘটে। তাহাছাড়া প্রকাশক-বিক্রেতাগণ মেলা উপলক্ষে ক্রেতাদের বিশেষ ছাড় প্রদান করেন। এই কারণে অনেক পাঠক বই কেনার জন্য অপেক্ষায় থাকেন বইমেলা শুরু হওয়ার। বই মেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই বিক্রি হয় বলিয়া প্রকাশকগণও অপেক্ষায় থাকেন বইমেলার জন্য। সব মিলাইয়া বাংলা জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, মেধা ও মননের বিকাশ এবং প্রকাশনা শিল্পের ভিত্তি মজবুতকরণে একুশের গ্রন্থমেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন।

বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প শৈশব অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বহু পূর্বে। এই শিল্প এখন পরিণত বয়সী। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি এবং মানের উৎকৃষ্টতার সমাবেশ নজর কাড়ার মত। হ্যান্ড কম্পোজ এবং লেটার প্রেসের দিন গত হইয়াছে। এখন প্রায় সকল বই কম্পিউটারে কম্পোজ এবং অফসেট প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রকাশনা শিল্পের আজ এই যে অগ্রসরতা ইহা সম্ভব হইয়াছে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। আর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাংলা একাডেমীর গ্রন্থমেলা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এতদসত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হারের তুলনায় পাঠক সংখ্যা এখনও কম। আর বইয়ের ক্রেতার সংখ্যা আরও কম। এই দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হইবে গ্রন্থমেলাকে আরও ব্যাপক পরিসরে ছড়াইয়া দিতে হইবে। গ্রন্থমেলা যেন কেবল ঢাকাকেন্দ্রিক হইয়া না থাকে, বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়েও এমনকি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের উদ্যোগে বইমেলার আয়োজন সম্ভব হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং শিল্পকলা একাডেমীর মত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি উদ্যোগ নিলে ও পৃষ্ঠপোষকতা করিলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে গ্রন্থমেলা বসিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে প্রতি বছর বইয়ের বিক্রি ৫০ কোটি টাকা ছাড়াইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। আগামী বছর হইতে শিল্পকলা একাডেমী ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করুক ইহাই কাম্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, গ্রন্থমেলা যদি শুধু ঢাকাকেন্দ্রিক থাকিতে থাকে তবে বইয়ের পাঠক ও ক্রেতা আরও বাড়িবার যে সম্ভাবনা সুপ্ত রহিয়া গিয়াছে তাহা সুপ্তই থাকিয়া যাইবে।

এদেশে বইয়ের পাঠক ও ক্রেতা বৃদ্ধির একটি প্রধান অন্তরায় হইতেছে বইয়ের উচ্চমূল্য। আঙ্গিকগত দিক হইতে বইয়ের মান উন্নত করিতে হইলে মূল্য বেশী পড়াই স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশে বইয়ের দাম আশপাশের দেশগুলির তুলনায় এতই বেশী যে ইহাকে ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় কিনা সে ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ আছে। বাংলাদেশে কেন বইয়ের এই উচ্চমূল্য আর কী করিয়াইবা আশপাশের দেশগুলির প্রকাশকরা এত কম দামে পাঠকদের হাতে বই তুলিয়া দিতে পারে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই সাথে দেশে প্রকাশিত বইয়ের মূল্য যাহাতে সাধারণ পাঠক-ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে তাহার জন্য সরকারী-বেসরকারী সংশ্লিষ্ট সকল মহলের তরফ হইতেই ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। বলা হইয়া থাকে, দেশে কাগজ, কালিসহ বইয়ের মুদ্রণ-সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল উপকরণেরই দাম বেশী বলিয়া বইয়ের উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে। ইহা সত্যের এক দিক। ক্রেতার সংখ্যা কম বলিয়া স্বল্প সংখ্যায় উৎপাদন করার কারণেও বইপিছু উৎপাদন মূল্য বেশী পড়িয়া যায়। আবার এক শ্রেণীর প্রকাশক অধিক মুনাফার আশায় ইচ্ছা করিয়াই বইয়ের উচ্চমূল্য নির্ধারণ করেন। এইসব বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়াই বইয়ের মূল্য সাধারণ পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নামাইয়া আনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাবসিডি দিয়া থাকেন। প্রকাশনা শিল্পকে কেন তাহা দেওয়া হয় না? আমরা মনে করি সাবসিডি দিতে হইলে অন্য যে কোন ক্ষেত্র অপেক্ষা জ্ঞান, মেধা ও মননের উৎকর্ষ বিকাশের প্রত্যক্ষ সহায়ক ক্ষেত্রগুলিতে তাহা দেওয়াই অধিক প্রয়োজনীয়। একুশের বইমেলা উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ হইবে বিশ্বের অন্যতম সেরা দেশ। প্রধানমন্ত্রীর এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়ের বাস্তব রূপায়ণ তখনই সম্ভব হইবে যখন দেশে জ্ঞানবান, মননশীল ও মেধাবী মানুষের সংখ্যা বাড়িবে। বলার অপেক্ষা রাখে না এইরূপ মানুষ তৈরীতে বইয়ের কোন বিকল্প নাই। তাই আমরা মনে করি, সরকারের উচিত প্রকাশনা শিল্পকে কর রেয়াত, শুল্ক ছাড়ের মত সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি সৃজনশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য উৎসাহমূলক সুবিধাদানের উদ্যোগ নেওয়া। আমরা আশা করি এ বছর একুশের গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করিতে যাইয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের যে সম্ভাবনাময় ছবি আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন উহার বাস্তব রূপায়ণের স্বার্থে তাঁহার সরকার পাঠকরা সহনীয় মূল্যে যাহাতে বই কেনার সুযোগ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হইবে।